মূল শব্দাবলীঃ
ইবাদত করা
সফলতা
শান্তি/প্রশান্তি

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

30 January 2026 / 11 Syaaban 1447H

নামাজ: সফলতা ও আত্মিক প্রশান্তির মূল চাবিকাঠি

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللّٰهِ، ٱتَّقُوا ٱللّٰهَ. أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى ٱللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

যুমরাতুল মুমেনিন রাহিমাকুমুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখুন। তাঁর আদেশসমূহ পালন করে এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থেকে আমাদের ওপর আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলার হক আদায় করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত ও সফলতা দান করেন। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে কেন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? প্রতিটি নামাজের জন্য আমরা যে সময় বরাদ্দ করি, তা কি আমাদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে না বলে মনে হয়?

সম্ভবত এমন চিন্তা কিছু মানুষের মনে এসেছে। আজকের সমাজে উৎকর্ষতা ও সাফল্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর সময় নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সম্পদ। তবে একজন মুসলিমের জন্য নামাজ কখনোই সাফল্যের পথে বাধা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং নামাজ আত্মাকে শক্তিশালী করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা ও সফলতার জন্য এক প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হয়।

এই বক্তব্যের ভিত্তি কী? আসুন, সূরা আল-মু'মিনূনের প্রথম দুটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকনির্দেশনার ওপর আমরা একটু আলোচনা করি। তিনি বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ

অর্থঃ ***নিশ্চিতভাবেই মুমিনরা সফল হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।***

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার যে আমলের প্রথম হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো তার নামাজ। যদি তার নামাজ সঠিক হয়, তবে সে সফল ও সৌভাগ্যবান হবে। আর যদি তার নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (তিরমিজি বর্ণিত)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

নিশ্চয়ই আমাদের নামাজ হলো ঈমানের স্তম্ভ। তবে এটিকে কখনোই কেবল একটি আনুষ্ঠানিক অভ্যাসে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়—অর্ধহৃদয়ে, শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য আদায় করা কোনো ইবাদত হিসেবে নয়। আমাদের জানা উচিত, নামাজ একটি অগ্রাধিকারমূলক ইবাদত, যা মানবজীবনে অপরিসীম কল্যাণ বয়ে আনে।

আজকের এই খুতবায় —নামাজ সম্পর্কে আমাদের পারস্পরিক হিদায়াতের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হবে,

<u>প্রথমত: নামাজ সফলতার চাবিকাঠি, সফলতার পথে কোনো বাধা নয়</u>

নামাজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত সফলতা কেবল বস্তুগত মানদণ্ডে পরিমাপ করা হয় না।

হ্যাঁ, মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে—জীবিকা অর্জন করা, পরিবারকে সহায়তা করা এবং অর্থবহ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন গড়ে তোলা। তবে জীবনে চ্যালেঞ্জ অনিবার্য। যেমন কষ্ট একটি পরীক্ষা, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যও একটি পরীক্ষা।

এই প্রেক্ষাপটেই নামাজ একজন বান্দাকে তার রবের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই সেই সত্তা, যাঁর ওপর আমরা সব বিষয়ে ভরসা করি। যখন আমরা বিপদে আক্রান্ত হই, তখন আমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আর যখন তিনি আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখনও আমরা নামাজের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর হিদায়াত ও হেফাজত কামনা করে যাই।

<u>দ্বিতীয়ত: নামাজ অন্তরের শান্তি ও প্রশান্তি লালন করে</u>

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজই বাহ্যিক চাহিদা ও চাপের দ্বারা পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী মনোযোগসহকারে পড়াশোনা করে, কারণ তার চারপাশের পরিস্থিতি জ্ঞান অর্জনের দাবি করে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তার সাফল্য পরিমাপ করা হয়। কিন্তু নামাজ ভিন্ন। এটি মূলত ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে আদায় করা একটি ইবাদত—বাহ্যিক চাপের কারণে নয়—এবং এটি একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মূল্যায়নের জন্য নিবেদিত।

এখানেই রয়েছে এক গভীর আশ্বাস—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা দেখেন এবং তার মূল্য দেন, মানুষ তা লক্ষ্য করুক বা না করুক। একজন মুসলিমের জন্য নামাজ এমন এক অন্তরীণ শান্তি বয়ে আনে, যা অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া দুষ্কর।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

সম্ভবত নামাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই প্রশান্তির কথাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বোঝাতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি সাইয়্যিদিনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন:

"হে বিলাল, ইকামত দাও; এর মাধ্যমে আমাদের স্বস্তি দাও"—অর্থাৎ, নামাজের মাধ্যমে।

(আবু দাউদ বর্ণিত)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে তাঁর সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁরা নামাজের হেফাজত ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা আদায় কররন। আর নামাজের বরকতেই তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করেন। আমিন, ইয়া রব্বাল 'আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.